শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(প্রথম গুটি)

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করব।

প্রঃ। গুরুপরম্পরা কাহাকে বলে?

উঃ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্যক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্রঃ। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি?

উঃ। তাহাদের নাম যথা—

(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

(২) তিনি অখিল-বেদবেদ্য

(৩) বিশ্ব-সত্য

(৪) ভেদ-সত্য

(৫) জীব-শ্রীহরিদাস

(৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য

(৭) ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির নাম মোক্ষ

(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু

(৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিনটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রঃ। ভগবান্ কে?

উঃ। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরাশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তিবৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্রঃ। ভগবানের শক্তি কি প্রকার?

উঃ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরা শক্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্রঃ। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উঃ। ভগবান একটি বস্তু এবং শক্তি একটি বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন, অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান হইতে অপৃথক।

প্রঃ। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উঃ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশ, সেখানে পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্রঃ। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার?

উঃ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয় ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপই নিত্যানন্দস্বরূপ।

প্রঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি?

উঃ। চিজ্জগতের মধ্যে পরমরমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণস্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দ স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-

শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্রঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি?

উঃ। প্রতিবন্ধক দুইটি—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি।

প্রঃ। জড়বুদ্ধি কি?

উঃ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবনধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে। কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে। নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্ম্মকে 'কর্ত্তব্য' মনে করে।

প্রঃ। নির্ব্বিশেষবুদ্ধি কি?

উঃ। যে ধর্ম্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবা মাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি **নির্ব্বিশেষ** হইয়া পড়ে; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্ম-লয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখরহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ সম্পন্ন।

প্রঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্ত্য (যুক্ত) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল?

উঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়ধর্ম্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবহৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়যুক্তিদ্বারা দোষ দর্শন করেন। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রস লাভ হয় না।

প্রঃ। বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে?

উঃ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্যবুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়
তিনি অখিলবেদ-বেদ্য

প্রঃ। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

উঃ। জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্রঃ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি?

উঃ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।

প্রঃ। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না?

উঃ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্ব্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্রঃ। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি?

উঃ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্ব্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধক-স্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রঃ। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্-ভক্তিগ্রাহ্য; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব?

উঃ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি'; পরতত্ত্বের সম্বোধনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্রঃ। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন?

উঃ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্রঃ। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

উঃ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মসকলও চরমে ভগবান্কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রঃ। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়ানির্ম্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উঃ। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য' ও 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ—পৃথক; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন

সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্রঃ। মায়া কি?

উঃ। ভগবানের যে একমাত্র পরাশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট **তিনটী বিক্রমের** পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম—(১) চিদ্বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীব বিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রঃ। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্যপদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উঃ। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অনুচৈতন্য, তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্রঃ। ভেদ কত প্রকার?

উঃ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্রঃ। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

উঃ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্রঃ। তাত্ত্বিক ভেদ কি প্রকার?

উঃ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্রঃ। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক', না 'তাত্ত্বিক'?

উঃ। তাত্ত্বিক।

প্রঃ। কেন?

উঃ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্রঃ। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায়?

উঃ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্রঃ। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না?

উঃ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়; ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্রঃ। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উঃ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্রঃ। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উঃ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য 'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্রঃ। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উঃ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্রঃ। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উঃ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্রঃ। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায়?

উঃ। চারটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্রঃ। ইঁহাদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ?

উঃ। ইঁহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইঁহারা সকলে সবিশেষবাদী। ইঁহারা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ বস্তু—বিশেষণান্বিত অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণ দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্রঃ। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন?

উঃ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জীব—শ্রীহরিদাস

প্রঃ। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

উঃ। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্রঃ। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি?

উঃ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্রঃ। সে সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম্য বলি?

উঃ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ (বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্রঃ। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন?

উঃ। কর্ম্মজড় পুরুষগণই কর্ম্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্রঃ। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন?

উঃ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গযোগিগণ বিভূতিবলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্রঃ। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল?

উঃ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক; নিজসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্রঃ। নিজসুখানুভূতি কি?

উঃ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়
জীবের তারতম্য

প্রঃ। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে?

উঃ। তারতম্য আছে।

প্রঃ। কতপ্রকার তারতম্য আছে?

উঃ। দুই প্রকার তারতম্য—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্রঃ। জীবের উপাধি কি?

উঃ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্রঃ। সকল জীবই কেন নিরপাধিক না থাকিল?

উঃ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরূপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের কৃষ্ণসান্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্রঃ। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন?

উঃ। এ বিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত; তাহাতে চিদ্‌বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্রঃ। জীবের স্বরূপ কি?

উঃ। জীব চিদ্‌বস্তু; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্রঃ। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার?

উঃ। পঞ্চ প্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্রঃ। পাঁচ প্রকার রস কি কি?

উঃ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্রঃ। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উঃ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্রঃ। রতি ও রসে ভেদ কি?

উঃ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী (চতুষ্টয়) যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্রঃ। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার?

উঃ। তিন প্রকার; যথা—(১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী; (৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্রঃ। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার?

উঃ। তিন প্রকার; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থা জড়াতীত; (২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্রঃ। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ ?

উঃ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্রঃ। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার?

উঃ। দুই প্রকার—(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধনভক্ত; (২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ (স্থায়ী) ভাবভক্ত।

প্রঃ। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে?

উঃ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্রঃ। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে?

উঃ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্রঃ। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার?

উঃ। অনেক প্রকার; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ, নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ (বিশ্বাস) যুক্ত নীতি-পরায়ণ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্রঃ। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার?

উঃ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভেই-মোক্ষ

প্রঃ। মোক্ষ কত প্রকার?

উঃ। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্বনামলব্ধ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ, জীবের তাহা চিন্তনীয় নয়; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রঃ। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি?

উঃ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্রঃ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়লাভকে কেন মোক্ষ বলিব?

উঃ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্য্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃতপানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত, অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব?

প্রঃ। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উঃ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়
অমল কৃষ্ণ ভজনেই-মোক্ষ জনক

প্রঃ। শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতলাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায়?

উঃ। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্রঃ। অমল-কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে?

উঃ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসান্মুখ্য লাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্রঃ। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি?

উঃ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা-এ তিনটি ভজন মল।

প্রঃ। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে?

উঃ। ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্ক-বৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্রঃ। ইন্দ্রিয়-বিষয় ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহজনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে?

উঃ। ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গলজনক ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রঃ। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়?

উঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল কার্য্য এইরূপে কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলনকার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্রঃ। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উঃ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তিজনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকল দ্বারা তোমার আত্মার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্রঃ। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং

অভ্যাস দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উঃ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে পর্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদগত হইয়া পড়িলে পূর্ববিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্রঃ। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উঃ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল', তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্রঃ। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থা বলুন।

উঃ। নিষ্পাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু ন্যায়-পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারিরূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্রঃ। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উঃ। নয় প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩) কৃষ্ণস্মরণ; (৪) পাদসেবন; (৫) অর্চ্চন; (৬) বন্দন; (৭) দাস্য; (৮) সখ্য; (৯) আত্মনিবেদন।

প্রঃ। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উঃ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্রঃ। প্রেম কি?

উঃ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; তাহা রস; অতএব আস্বাদন দ্বারা অবগত হও।

প্রঃ। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য?

উঃ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্কজ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্রঃ। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি?

উঃ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রুরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্যলাভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশকার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্রঃ। অকর্ম্ম কি কি?

উঃ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্রঃ। কর্ম্ম কি?

উঃ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্বৃদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্রঃ। কর্ম্মজড়তা কি?

উঃ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিদুন্নতির যত্ন হইতে পরাম্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্রঃ। শুষ্ক বৈরাগ্য কি?

উঃ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য; ভক্তিবৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্রঃ। শুষ্কজ্ঞান কি?

উঃ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্রঃ। অপরাধ কত প্রকার?

উঃ। অপরাধ দুই প্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্রঃ। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার?

উঃ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞানলাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটি প্রমাণ

প্রঃ। প্রমাণ কি?

উঃ যাহার দ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্রঃ। প্রমাণ কয় প্রকার?

উঃ। তিন প্রকার।

প্রঃ। কি কি?

উঃ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্রঃ। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলে?

উঃ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্রঃ। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না?

উঃ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; অনুমান কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্রঃ। তবে পরমার্থতত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি?

উঃ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

—০—

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(দ্বিতীয় গুটি)

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবানই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরমচৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যরূপ ভগবান্‌ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ড্যজনের কারাবাস। ভগবদ্‌বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া-সংশ্রব। ভগবৎ সাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় রজ্জু ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ সমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই সমুদায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, সামর্থ্য, রোগ-শান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল।

উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য, যাহা কর্মদ্বারা জীব লাভ করে, সে সমুদায় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল ফলদ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনাযোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিও, যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

> ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
> নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ লাভ হইবে যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্মানুষ্ঠানকার্য্যটি কেবল পরিশ্রমমাত্র। কর্মদ্বারা নিশ্চয়রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিদ্বস্তু। এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ 'নৈষ্কর্ম্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু

চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

নৈষ্কর্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

পরমচৈতন্য হরিতে এমন একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্যস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম ও জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা; যথা একাদশে ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।

হে উদ্ধব! কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, বেদপাঠ,

তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্তু তীব্র ভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটি বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই। ‘কলিকাল’ শব্দদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্ত্রাদিসাধন দুর্বল হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরি সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতমিত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব, অর্থাৎ নামিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার

মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তিপ্রকাশ মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব দ্বারা কৃষ্ণরূপ প্রকাশিত হয় এবং আহবয়-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণনাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্যরস-বিগ্রহস্বরূপ। নাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ দ্বারা "কৃষ্ণায়, নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদি নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্তত্ত্বে সহসা উদয় হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল চৈতন্যরসমাত্র। নাম সর্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত, কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্বদাই আমরা যে নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে, এস্থলে নামকে জড়জাতবস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না। এই বহির্ম্মুখ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি-

মাত্র। ভক্তি যে সময়ে আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি দ্বারা নৃত্য যেরূপ অপ্রাকৃত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রূপ কৃষ্ণনামরসের জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধনকালে যে নামে অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবের ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামিলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্ষের উদয় হইবে। যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাঁহার হৃদয় অপরাধ দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কত প্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

হরিনাম-সম্বন্ধে দশ প্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা।
(২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞানকরণ।
(৩) গুর্ব্ববজ্ঞা।
(৪) সচ্ছাস্ত্র নিন্দন।
(৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরকরণ।
(৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন।
(৭) নামবলে পাপাচরণ।
(৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান।
(৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ।
(১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস।

সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। শিবাদি দেবতার ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণকে ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মাননা করিলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একটি পৃথক দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদ-জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনিই আচার্যরূপী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন কার্য্যটি অবশ্য পরিত্যজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে হরিনামাপরাধ হয়; বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

বেদে রামায়ণ চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

এবম্বিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে?

অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা নামের প্রশংসামাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় না; অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি-উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।

নির্ব্বিদ্যমান অকুতোভয়-অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরি-নামকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'নাম' চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেস্থলে নিরপরাধপূর্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষরস্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপের একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্তি করেন না। তাঁহাদের পাপচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম, দানাদি ধর্ম, তীর্থযাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ। এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা নামাপরাধী। নাম সর্বদাই চিদ্রসস্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহারা বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐ সকল শুভকর্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাঁচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্মের তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি নামাপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নামোপদেশ করিবে। যে সকল লোক আপনাদিগকে গুরু-অভিমান করত অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাহারা নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন।

নামের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাহাতেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ম্মজ্ঞানের আশ্রয়ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না।

কলিজননিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্যজ্ঞান করিয়া ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন। শুষ্কজ্ঞানজনিত তর্কদ্বারা 'হরি'-শব্দে নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎফলক ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাকে।

অতএব হে মহাত্মগণ! অপরাধশূন্য হইয়া সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির আশ্রয়গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

—০—

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(তৃতীয় গুটি)

নাম

সম্প্রতি অনেকে নামগান করিতেছি বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব সংযুক্ত গানসকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তিসম্মত দুই একটি ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তিপিপাসাসূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে যে রূপ নাম গান করা উচিত তাহার উদাহরণস্বরূপ মহাজন-মত সম্মত এই কয়েকটি পদ প্রকাশ করা হইতেছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন। শুদ্ধভাবসূচক নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

প্রথম গীত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম—গান যথারাগ।
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।

(১)

জগন্নাথসূত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর।।
শচীসুত গৌরহরি নিমাই-সুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর।।
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত।।

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন।।
লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্রশোক-নিবারক।।
লক্ষ্মীপতি পূর্বদেশ-সর্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর।।

(৩)

আর্য্যধর্ম্মপাল পিতৃগয়া-পিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা।।
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নাম-সংকীর্ত্তন-যুগধর্ম-প্রবর্ত্তক।।
অদ্বৈতবান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন।।

(৪)

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুমবিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়।।

কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর।।
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন!
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ।।

(৫)

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ।।
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধম পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন।।

(৬)

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনসুখী যতি।।
নির্দ্দণ্ডী সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্বসুখাশ্রয়।।
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা।।

(৭)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ।।
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্ত্তক।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক।।

কুলিয়া প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্বজীব-প্রাণ।।

(৮)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্রসঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট বল্লভের রঙ্গী।।
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কট-বৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা।।
ভক্তের গৌরবকারী ভক্ত-প্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন।।
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁর পড়ে রাঙ্গাপায় রে।।

দ্বিতীয় গীত

জয় গোদ্রুম-পতি গোরা।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন, বৃন্দাবনভাববিভোরা
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাসশরণ, কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা।।

তৃতীয় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌর-চিত্ত-গগন শশধর।।
কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসূত পুরটসুন্দর।।

চতুর্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু-নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ রূপ সনাতন পুরী রামানন্দ।।

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের জন্য বিংশোত্তর শত-নাম সংকীর্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য প্রথম গীত

নগরে নগরে গোরা গায়—

(১)

যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজজনের জীবন।।
শ্রীগোকুল-নিশাচরী পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন।।
নবনীত চোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দগোপাল।।

(২)

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজ-জন-পাল।।
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্ম-বিমোহন।
ধেনুক-নাশন কৃষ্ণ কালিয়-দমন।।

পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডীর-কাননলীল দাবানল-হর।।

(৩)

নটবর গুহাচর শরত-বিহারী।
বল্লবী-বল্লভদেব গোপীবস্ত্রহারী।।
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসি-বন্ধু।।
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দ রক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ।।

(৪)

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর।।
নবজলধরকান্তি-মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপী প্রাণধন।।
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর।।

(৫)

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী।।
মানস-গঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর।।
গোকুল-সম্পদ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ।।

(৬)

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক।।
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী।।
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশী-নিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্ল-প্রহরণ।।

(৭)

বসুদেবসুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকী গর্ভজ।।
কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন।।
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল।।

(৮)

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান।।
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্ম-তেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার।।
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর।।
নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়।।

দ্বিতীয় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে। ১।।
গোপীবল্লভ শৌরে।।
শ্রীনিবাস, দামোদর, শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন, মাধব, নৃসিংহ, কংসারে।।

তৃতীয় গীত

রাধাবল্লভ, মাধব, শ্রীপতি, মুকুন্দ।
গোপীনাথ, মদনমোহন, রাস-রসানন্দ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ।।

চতুর্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী।।

পঞ্চম গীত

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ।

রাধারমণ, রাধানাথ, রাধাবরণামোদ।।
রাধারসিক, রাধাকান্ত, রাধামিলনমোদ।।

ষষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ।।
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ।।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমরা আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা

প্রতিপালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন। "বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা"—এই কথাগুলিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে,—হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে জীব, তোমরা নামের রূপ-গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। "কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে কৃষ্ণ ভক্তগণ! সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া সেই নামপুষ্পের মধুস্বরূপ পরমরস ভোগ কর। আমরা এই গুটিতে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য গুটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর,—এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহ-কার্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহচেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি—সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে না।

দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত। সে-সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যনন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন; যথা,—

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮২-৮৪)

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় যেন কোনপ্রকার অনাচার না হয়।" **'অনাচার' শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার, জীবহিংসা, গু(জনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার।** শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি।।

পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর।।

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ার পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।।
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

প্রভু কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি অধর্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। আর অধর্ম-আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্মপথ অবলম্বন কর। ধর্ম যথা (শ্রীভাঃ ১১।৭।৮-১২),—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্।।
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্।।
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব।।
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্।।
নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি।।

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস,

শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্ম চর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রম-বৈরাগ্য, জীবের অপগতিবিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্যপাত্রে অন্নাদি বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতা-বুদ্ধি, সর্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরিস্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী ধর্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক, এইমাত্র উপদেশ।

শ্রীভক্তিবিনোদ

———

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত--মালা
(চতুর্থ গুটি)
নামতত্ত্ব - শিক্ষাষ্টক

ভাই হে!।

অনন্ত-কল্যাণ-গুণরত্নাকর চিদচিদ্‌বিশিষ্ট পরমমহেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাবতারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি অপার-সংসার-সাগর-পতিত চিদ্বর্গের কল্যাণবিস্তার-করণাভিপ্রায়ে সর্বাদৌ বেদ-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য-বিজ্ঞাপনার্থে নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রচার-করণাভিপ্রায়ে নৃহরি-বামন-রাম-কৃষ্ণ স্বরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন। কিন্তু ক্রমশঃ দুস্তর কলিকালরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ অত্যন্ত কলুষিত হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া জীবনিচয়ের নিত্যকল্যাণ-সাধনার্থে সর্ব্ববেদসার স্বীয় নামামৃত বর্ষণ করত কলিপীড়িত জীবের সমস্ত অবিদ্যাক্লেশ দূর করিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ শচী-তনয় স্বীয় শ্রীমুখবিগলিত পরম পীযূষস্বরূপ শিক্ষাষ্টক জগজ্জীবকে বিতরণ করেন। সেই শিক্ষাষ্টক অদ্য আমরা গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং-প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।। ১।।

প্রভু কহিলেন,—হে জীবনিচয়! চিত্তদর্পণের মার্জ্জনস্বরূপ, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণস্বরূপ, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনস্বরূপ, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বাত্মতর্পণ স্বরূপ বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।। ১।।

পদ—ঝাঁকি লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা।।
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী।।
হেলা ভবদাব-নির্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ক্লেশ-নিবৃত্তি।।
শ্রেয়ঃকুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস।।
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ-জীবনরূপ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ।।
আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি।।
পদে পদে পীযূষ-স্বাদ প্রদাতা।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেম-বিধাতা।।
ভক্তি বিনোদ-স্বাত্ম স্নপনবিধান।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান।। ১।।

*   *   *

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।। ২।।

হে কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় নাম বহুপ্রকার করত তাহাতে স্বীয় সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছ। আবার সেই নামসকল স্মরণের কোন কালের নিয়ম কর নাই। জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া, কিন্তু হে ভগবন্। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তোমার তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।। ২।।

(লোফা)

তুহুঁ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি’।।
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা।।
শ্রীনামচিন্তামণি তোমারি সমানা।
বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা।।
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা।।

নাহি জন্মল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর।। ২।।

* * *

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। ৩।।

যিনি তৃণাপেক্ষা হীন হইয়া দৈন্য স্বীকার করেন, বৃক্ষ অপেক্ষা নিজে ক্ষমাশীল, স্বয়ং অমানী ও অপরের প্রতি মানপ্রদ হন, তিনিই শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী।। ৩।।

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার।।
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি’ অহঙ্কার।।
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি’ অন্যে করবি পালন।।
জীবননির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে।।
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি, কর অমানী হৃদয়।।
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি’ সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা।।

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই’ করহ কীর্ত্তন।।
ভকতিবিনোদ কাঁদি’ বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়।। ৩।।

* * *

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। ৩।।

হে জগদীশ! তোমার নিকট ধন, জন বা সুকবিত্ব কামনা করি না। জন্মে জন্মে যেন ঈশ্বর-স্বরূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।। ৪।।

(ঝাঁকি লোফা)

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন।।
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি’।।
নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই।।
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে।
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার।।
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে।।

পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে।। ৪।।

* * *

অয়ি নন্দ তনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।। ৫।।

হে নন্দনন্দন! আমি বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি। তথাপি আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর।। ৫।।

(ছোট দশকুশী)

অনাদি করমফলে পড়ি' ভবার্ণবজলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়।।
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয় , বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা।।
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই,'
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি, তোল মোরে বলে।।
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি',

দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।। ৫।।

* * *

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।। ৬।।

হে কৃষ্ণ! আমার সেদিন কবে হইবে, যেদিন তোমার নামগ্রহণ সময়ে আমার নয়নে অশ্রুধারা গলিত, বদনে গদগদ বচন ও সর্বশরীরে পুলক ব্যাপ্ত হইবে?।। ৬।।

(ছোট দশকুশী—লোফা)

অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার।।
দীন-দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ।।
কর তুয়া নাম-উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দর দর লোর।।
গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরব।।
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বার বার।।

বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ।।
মিলব হামার কিয়ে ঐছন দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন।।
* * *
যুগায়িত-নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।। ৭।।

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষসকল যুগবৎ প্রতীত হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ধারা পতিত হইতেছে এবং সকল জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।। ৭।।

(ঝাঁকি লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল।।
জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দ বিরহে দুঃখ পাই নানামতে।।
আর সে সংসারে মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল।।
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়।।
নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম।।

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়।।
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লও হে তাহারে সাথে।। ৭।।

অধিকারিভেদে সপ্তম গীত

(একতলা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি।।

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে।।
দেখিয়া যুগল-ধন, ব্যাকুল হইল মন,

জ্ঞানহারা হইনু তখন।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল সে-দর্শন।।

(ঝাঁকি লোফা)

সখি গো কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান।।

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল।।
ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ।। ৭ ।।

* * *

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।। ৮ ।।

আমি কৃষ্ণপদে পতিতা কিঙ্করী। তিনি আলিঙ্গনপূর্বক অথবা পদমর্দ্দন দ্বারা আমাকে পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্মাহত করুন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইরূপ করুন; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ বই আর কেহ নন।। ৮।।

(দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্তচোর।।
বিচক্ষণ করি,' দেখিতে চাইলে,
হয় আঁখি অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের না থাকে ওর।।
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ।।
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে-মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন।।
যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্বদাই সম।।
ভকতিবিনোদ, সংযোগ বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।

তার সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর।। ৮।।

অধিকারিভেদে অষ্টম গীত
(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধা সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে।।
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ।।
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি,'
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুইজনে
মালা লয় কুতূহলে।।
অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে।।
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণদাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি।।
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।

মোরে রাখি' মারি সুখে থাকুক দু'জনে।।
ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজ সখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায়।। ৮।।

(নৃত্যগীত-সমাপ্তিকাল)—

জয় শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র গোরাচাঁদ কী জয়। জয় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ কী জয়। জয় শ্রীশান্তিপুরনাথ কী জয়। জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কী জয়। জয় শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়। জয় শ্রীনামহট্ট কী জয়। জয় শ্রীশ্রোতৃবর্গ কী জয়।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক ঝাড়ুদার
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

—০—

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত--মালা

(পঞ্চম গুটি)

নাম-মহিমা

কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপাপারাবার শ্রীমদ্ গোদ্রুমচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকল ও দাক্ষিণাত্য-বাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্-রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামিপ্রবর যে নামমহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করতঃ শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।

(১)

নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।। ১।।

হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভূষণ রত্নমালাস্বরূপ উপনিষৎসকল স্বীয় কিরণ দ্বারা তোমার পাদপদ্মের আরাত্রিক করিতেছে। তুমি নিত্যমুক্ত জীবগণ-কর্তৃক সর্বতোভাবে উপাস্য হইয়াছ; আমি তোমার চরণাশ্রয় করিলাম।।১।।

প্রথম গীত

(ললিত—একতালা ও দশকুশী)

শ্রীরূপবদনে, শ্রীশচীকুমার,
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।। ১।।
যো নাম সো হরি কিছু নাহি ভেদ,
(সো) নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ।। ২।।
সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি চরণসমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে।। ৩।।
চৌদ্দ ভুবনমাহ, দেব নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান।। ৪।।
নিত্যমুক্ত পুন, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নামবিরহ নাহি জানে।। ৫।।

সবুরস আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয়।
নামচরণে পড়ি', ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহুঁ নিলয়।। ৬।।

(২)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি।।২।।

হে নামধেয়! মুনিসকল তোমাকে গান করিয়া থাকেন। তুমিই জগতের রঞ্জক। তুমিই চিন্ময় অক্ষরাকৃতি। অনাদরের সহিত কিয়ৎ-পরিমাণে তোমাকে উচ্চারণ করিলেও জীবের সমস্ত উগ্রতাপ তুমিই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া থাক। তুমি জয়যুক্ত হও।। ২।।

দ্বিতীয় গীত

(ললিত—দশকুশী)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকর।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার।।১।।
জয় হরি কৃষ্ণ রাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন।। ২।।
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তি ধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে। ৩।।
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার।। ৪।।
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে।। ৫।।

(৩)

যদাভাসোপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে।
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।।৩।।

হে ভগবন্নাম-দিবাকর! জগতে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি তোমার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হন? তোমার আভাস যখন উদয় হয়, তখন প্রাতঃকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সৌরকরের ন্যায় তমসাচ্ছন্নরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার বল এতদূর যে,

তুমি স্বল্পকাল মধ্যে সেই আচ্ছাদন দূর করিয়া তত্ত্বান্ধপুরুষদিগের চক্ষু ভক্তিসাক্ষাৎকারের উপযোগী করিয়া দাও।। ৩।।

তৃতীয় গীত

(বিভাষ—একতালা)

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যাবিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়াবিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী।। ১।।
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যাতিমিরহর,
তোমার মহিমা কে জানে।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চস্বরে সকল ব্যাখানে।। ২।।
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায়।।৩।।
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান।।৪।।
সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি।।৫।।
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার।। ৬।।

(৪)

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।। ৪।।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা লাভ করিয়াও ভোগ বিনা প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। কিন্তু হে নাম, বেদসকল কহিতেছেন, তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হইয়া যায়।। ৪।।

চতুর্থ গীত

(ললিত—দশকুশী)

জ্ঞানী জ্ঞানযোগ, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে।। ১।।
তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু।। ২।।
কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।

প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার।। ৩।।
তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞানবন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভবক্ষয়।। ৪।।
ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে' কয়,
নামের নিশান ধর।
নাম-ডঙ্কাধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর।। ৫।।

(৫)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো!
কমল-নয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়!।। ৫।।

হে নামধেয়! তোমার অঘদমন, যশোদানন্দন, নন্দসূনু, কমলনয়ন, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ ও কৃষ্ণ ইত্যাদি অনেকস্বরূপে আমার রতি বিশেষরূপে সমৃদ্ধি লাভ করুক।। ৫।।

পঞ্চম গীত

(ললিত বিভাষ—একতালা)

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদানন্দন, গোকুলরঞ্জন,
নন্দ তনয় রসকূপ।। ১।।
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন,
শকটভঞ্জন গোপাল।
মুরলীবদন, অঘবক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল।। ২।।
কেশীমর্দ্দন, ব্রহ্মবিমোহন,
সুরপতি-দর্পবিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপীবিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী।। ৩।।
রাধিকারঞ্জন, রাসরসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদিগণ-অবতারী।। ৪।।
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালিয়-শাতন, গোকুলরক্ষণ,
রাধাভজন-সুখশালী।। ৫।।
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,

বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে।। ৬।।

(৬)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।। ৬।।

হে নাম! তোমার বাচ্য ও বাচকভেদে দুইটি স্বরূপ উদিত হইয়াছে; তথাপি আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি যে, বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপ অধিকতর করুণাময়; যেহেতু তোমার বাচ্যস্বরূপে জীব অপরাধী হইয়াও বাচকস্বরূপের উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করত সদানন্দসমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হন।। ৬।।

ষষ্ঠ গীত

(বিভাষ—ঝাঁকি লোফা)

বাচ্য ও বাচক দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার।। ১।।
বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম।। ২।।
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস।। ৩।।

কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ।। ৪।।
নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ।। ৫।।
কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি, ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি'।। ৬।।
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে।। ৭।।
বিগ্রহ-স্বরূপে বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি'।। ৮।।
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে।। ৯।।

(৭)

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।। ৭।।

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি গোকুলমহোৎসব, পূর্ণস্বরূপ, রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপ এবং আশ্রিত লোকের আর্ত্তিসমূহ-বিনাশকারক। তোমাকে আমি বার বার নমস্কার করি।। ৭।।

সপ্তম গীত

(ললিত ঝিঁঝিট—একতালা)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার।। ১।।
গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর।। ২।।
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান।। ৩।
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়।। ৪।।
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার।। ৫।।
সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়।। ৬।।
অতিরম্য চিদ্ঘন-আনন্দ-মূর্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদে করে তুয়া গান।। ৭।।
ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে।। ৮।।

(৮)

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্যাসমাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা।। ৮।।

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদমুনির বীণা দ্বারা প্রকটতা লাভ করত

সুধাতরঙ্গের নির্যাস-স্বরূপ মাধুরীপুর হইয়াছ। তুমি রসের সহিত আমার রসনায় অজস্র স্ফূর্ত্তি লাভ কর।। ৮।।

অষ্টম গীত

(মঙ্গল বিভাষ—একতালা)

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে।। ১।।
অমিয়ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া।। ২।।
মাধুরীপুর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে।। ৩।।
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
বল বল হরি বোল।। ৪।।
সহস্রানন, পরমসুখে,

'হরি, হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নামরস সবে পায়।। ৫।।
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস।। ৬।।

নাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত

নাম—১

(বিভাষ)

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর, গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর, কালিয়-দমন-বিধান।। ১।।
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর, বংশীবদন-সুবাসা।। ২।।
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন, নন্দ-গোধন-রাখওয়াল।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর, সুন্দর নন্দগোপাল।। ৩।।
যামুনতটচর, গোপীবসনহর, রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর, ভকতিবিনোদ-আশ্রয়।। ৪।।

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই।। ১।।
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়।। ২।।
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'।। ৩।।
যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই।। ৪।।
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি' পূর্ণ হ'বে কাম।। ৫।।
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ।। ৬।।
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল।। ৭।।
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা।। ৮।।
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল।। ৯।।
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়।। ১০।।
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়। ১১।

নাম—২

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন।
(নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন)
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে' প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।। ১।।
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(ওহে) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন।। ২।।
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(ওহে) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।। ৩।।
(কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন।। ৪।।
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

—০—

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত--মালা

(ষষ্ঠ গুটি)

নাম-প্রচার

আজ্ঞা-টহল

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ।। ১।।

১। 'নদীয়া'—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছায়। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ।। ২।।

২। টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময়-নাম করুন।" নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থ সাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু ছায়া-নামাভাস অজ্ঞানতমঃ থাকিলেও ভক্তি প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষবাসনা গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানিভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তিফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ মোক্ষ সম্বন্ধীয় ভক্তিপ্রতিকূলবাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের

নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অনুকরণপূর্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ। ৩।।

৩। অপরাধ—দশটী। (১) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণবনিন্দা। (২) শিবাদি অন্যদেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরজ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানজনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র-বেদ, তদনুগত পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদগীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংস-দর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যা-স্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্রসমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামের অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রলিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভ-

কর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষরূপ-ফলের আশা করেন,—তিনি-নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নামমাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং জড়সম্পত্তিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, জড় জগৎ জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার।। ৪।।

৪। হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-

স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যে-ন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিত বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূললিঙ্গদেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নামকৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপগত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমূহে ভাসিতে থাকিবে।

নগর-কীর্ত্তন

নাম

(১)

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
গৃহে থাক বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক
বদনে হরিনাম কররে।। ১।।

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ লয়ে,
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধামাধব' নাম বলরে।। ২।।
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ
একবার নামরসে মাতরে।। ৩।।

নাম

(২)

একবার ভাব মনে,
আশাবশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে যাবে কোথা শরীর-পতনে।। ১।।
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ অন্য জনে।। ২।।
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে।। ৩।।

নাম

(৩)

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া,
ফির্‌ছে নেচে গৌর-নিতাই।।

(মিছে)মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।।
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে, পুলক হ'বে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি তাই।
(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলে, যখন ও নাম গাই।।

নাম

(৪)

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে।।
একবার বল্ রসনা উচ্চস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা-জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে।।

(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনাঘাতন,
ব্রহ্মবিমোহন, ঊর্দ্ধকরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে।।

নাম

(৫)

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে।।
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে।।
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে।।
(আমি-আমার ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে।।
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে।।
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে।।
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)

না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাই রে।।
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে।।
(নামের বলাই ছেড়ে রে)

নাম

(৬)

অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে।
নাচই ভাব-মূরতি গোরা রঙ্গে।।
গাওত কলিযুগ পাবন নাম।
ভ্রমই শচীসুত নওদীয়া ধাম।।
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।

নাম

(৭)

হরে কৃষ্ণ হরে।
নিতাই কি নাম এনেছে রে।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে।।

(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দে'খে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখ রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
(এ নামাভাসে) অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চলে রে।।
(ভক্তিবিনোদ বলে)

ভজন-গীত

(১)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ।।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে রে)

(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।।
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(কৃষ্ণ ভজন যদি কর্‌বে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ।।
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর সেন শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ।।
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

ভজন-গীত

(২)

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয় বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট।।
(রিপুর বশে আছে হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট।।
(সরল ত' হলে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট।
(এ সব ত' শত্রু হে)

এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ।
(যতনে ছাড় ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট।।
(একবার ভেবে দেখ হে)

শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে নিম্নলিখিত নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক হরিবোল দিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম হইয়া থাকে।

ভজন-গীত

(৩)

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গুরুকৃপাজলে নাশি' বিষয়—অনল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

রূপানুগ-বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

ভজন-গীত

(৪)

বোল হরি বোল (৩ বার)
মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পেয়ে, ভাই, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক দুঃখে থাক, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৃহে থাক বনে থাক, বোল হরি বোল।।

বোল হরি বোল (৩ বার)
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি', ভাই, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণব-চরণে পড়ি, বোল হরি বোল।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)
গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

প্রেমধ্বনি

প্রেম্‌সে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস-পণ্ডিত, কী জয়! শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, মায়াপুর, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্রদ্বীপাত্মক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম কী জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্দ্ধন-মথুরা-বৃন্দাবন-রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-যমুনাজী কী জয়। শ্রীতুলসীদেবী কী জয়! শ্রীগঙ্গাজী কী জয়! শ্রীসুরভিকুঞ্জ কী জয়! শ্রীনামহট্ট কী জয়! শ্রীভক্তিদেবী কী জয়! শ্রীগায়ক, শ্রোতা, ভক্তবৃন্দ কী জয় জয়!! পরে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ।

———